

❏ রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালাহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ২৫৪ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৪৯]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ৩১: (বিবাদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও সন্ধি) করার গুরুত্ব

بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ – (31)

আরবী

وَعَنْ أُمِّ كُثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةَ، قَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، تَعْنِي: الْحَرْبَ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

বাংলা

২/২৫৪। উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্ববাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে। (বুখারী ও মুসলিম) [1]

মুসলিমের এক বর্ণনায়[2] বর্ণিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছিঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।'

English

(31) Chapter: Making Peace among People

Umm Kulthum bint 'Uqbah (May Allah be pleased with her) reported: Messenger of Allah (ﷺ) said, 'The person who (lies) in order to conciliate

between people is not a liar, when he conveys good or says (something) good".

[Al-Bukhari and Muslim].

The narration in Muslim added: She said, "I never heard him (she meant the Prophet (ﷺ)) giving permission of lying in anything except in three (things): war, conciliating between people and the conversation of man with his wife and the conversation of a woman with her husband".

Commentary: This Hadith tells us a very important principle, that is, in spite of its being unlawful, one is permitted to tell a lie if one has to do it for reforming one's society or family or in the interest of Muslims in general. If two Muslim brothers are estranged and someone communicates to them such things which are likely to remove conflict and rancor between them, promote mutual love and bring them nearer to each other, such action, even if it has a lie, is not called a lie in Islam.

1. In order to keep the enemy unaware of the true position, it is permissible to make false propaganda as it is an indispensable device for winning war.
2. In order to maintain pleasant atmosphere in family life, and for this purpose telling a lie becomes inevitable. Shari`ah has permitted lying on such occasions.

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ১৬৯২, মুসলিম ২৬০৫, তিরমিযী ১৯৩৮, আবু দাউদ ৪৯২০, ৪৯২১, আহমাদ ২৬৭২৭, ২৬৭৩১

[2] বস্তুত মুসলিমের হাদীসে এ অংশটুকু উম্মে কুলসুম থেকে বর্ণিত হয় নি। এটি বরং ইমাম যুহরীর বাণী।
[সম্পাদক]

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন □ বর্ণনাকারীঃ উম্মু কুলসুম বিনতে 'উকবাহ (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22592>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন